উন্নয়ন নীতি :
জাতীয় উদ্যোগ ব্যক্তি-উদ্যোগ অপেক্ষা শ্রেয়

আশরাফ আলী

(১) অবতারণা

এই সিরিজের প্রথম নিবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছিল, প্রবাসী বাংলাদেশীরা কোন না কোন সময় ভাবেন পিছনে ফেলে আসা মাতৃভূমির জন্য কিছু একটা করা দরকার। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশী মানুষের দারিদ্র্য-দুর্দশা লাঘবের আশা নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অগণিত উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে কিছু দরিদ্র বাংলাদেশীর ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ নিশ্চয়ই ঘটে : কিছু মানুষের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হয় অথবা কারো কোন না কোন দুঃস্থতার সাময়িক লাঘব ঘটে। উদ্যোগগুলির প্রভাব প্রায় সব সময় নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে 'জাতীয়' পর্যায়ে এসব উদ্যোগের প্রকৃত অর্থ কি দাঁড়ায়। বর্তমান নিবন্ধে তুচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক অতি-নাটকীয়ভাবে কষে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হবে।

(২) একটি নাটকীয় অঙ্ক

মনে করা যাক একজন প্রবাসী বাংলাদেশী ১০,০০০ জনসংখ্যার একটি বাংলাদেশী গ্রামে প্রতি বছর প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার অনুদান দেন অথবা বছরে দুই মিলিয়ন ডলার পরিমাপের বাড়তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। এই পরিমাণ অনুদান অথবা উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে ঐ গ্রামে জনপ্রতি দৈনিক আয় ৫৫ পেনি বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের বর্তমান জনপ্রতি আয় ১ ডলার। এর সাথে বাড়তি ৫৫ পেনি আয় যোগ করলে মোট বর্ধিত দৈনিক আয় ১ ডলার ৫৫ পেনিতে গিয়ে দাঁড়াবে। ধরে নেওয়া যায় এই বাড়তি উৎপাদন বাংলাদেশের আর কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে না অথবা বাংলাদেশের উৎপাদন-নীতি শুধরানোর সমকক্ষ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অনুদান বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রশ্নের উত্তর নীচের অঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া হলো -

ব্যবহৃত প্রতীকের সংজ্ঞা :

P = বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা

I_d = জনপ্রতি গড় দৈনিক আয়

I_n = $P * I_d$ = মোট দেনিক জাতীয় আয়

P_g = যত জন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে বাড়তি সাহায্যলাভ করছে তার সংখ্যা

I_g = এই কয়জন ব্যক্তির বর্ধিত জনপ্রতি দৈনিক আয়

I_e = $(I_g - I_d) * P_g$ = এই কয়জন ব্যক্তির জন্য নিবেদিত মোট দৈনিক অনুদান

I_y = ৩৬৫ $* I_e$ = এই কয়জন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত মোট বাৎসরিক অনুদান

I_i = $P * I_d + I_e$ = বর্ধিত মোট জাতীয় দৈনিক আয়

I_a = I_i / P = পরিবর্তিত গড় জাতীয় দৈনিক জনপ্রতি আয়

উদাহরণ :

P = ১৩০,০০০,০০০ জন

I_d = প্রায় ১.০০ মার্কিন ডলার

I_n = $P * I_d$ = ১৩০,০০০,০০০ * ১ = ১৩০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার

P_g = ১০,০০০ জন

I_g = ১.৫৫ মার্কিন ডলার

I_e = (১.৫৫ - ১.০০) * ১০,০০০ = ৫,৫০০ মার্কিন ডলার

I_y = ৩৬৫ * ৫,৫০০ = ২,০০৭,৫০০ মার্কিন ডলার

(আদি ২ মিলিয়ান অপেক্ষা আরো ৭,৫০০ মার্কিন ডলার বেশি লাগছে)

I_i = ১৩০,০০০,০০০ * ১.০০ + ৫,৫০০ = ১৩০,০০৫,৫০০ মার্কিন ডলার

I_a = ১৩০,০০৫,৫০০ / ১৩০,০০০,০০০ = ১.০০০০৪২৩১ মার্কিন ডলার

= ১.০০ + ১/২৩,৬৩৬ মার্কিন ডলার

(৩) ফলাফল ও বিশ্লেষণ

অর্থাৎ, অনুদানকারী ব্যক্তি বছরে দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপর অনুদান করলেন, কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসাবে জনপ্রতি জাতীয় দৈনিক আয়ের সাথে মাত্র এক পেনির ২৩৬ ভাগের এক ভাগ যোগ হলো! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই ধরণের 'কন্টেইণ্ড' বা গণ্ডিবদ্ধ ব্যক্তিগত উদ্যোগ জাতীয় পর্যায়ে কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জনপ্রতি জাতীয় আয়কে জাতীয় মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক সূচক/নির্দেশক হিসাবে ধরা যায়। আমরা পরের কোন একটি নিবন্ধে জনপ্রতি জাতীয় আয় ও জাতীয় মঙ্গলের মধ্যকার সম্পর্কটি অনুসন্ধান করে বের করার চেষ্টা করবো।

নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অনেকের কাছেই চিত্তাকর্ষক মনে হতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ এটি একটি মায়া মাত্র। আসলে জাতীয় পর্যায়ে এরূপ প্রকল্পের প্রভাব ও গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এ-কারণে বিডিআই সবাইকে এমন ধরণের প্রকল্প হাতে নেবার উৎসাহ দেয় যেগুলি পুরো বাংলাদেশের উপর চীরস্থায়ী ও অনপনেয় প্রভাব ফেলতে পারে।

এখানে আবার জোর দিয়ে বলা দরকার যে, উপরের হিসাবটি কেবল ঐ ধরণের উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলির প্রভাব নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায়, অর্থাৎ যে উদ্যোগ কন্টেইণ্ড। কিছু কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ অবশ্য অন্যান্য উৎপাদন কর্ম-কাণ্ড, এমন কি জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। আবার কিছু কিছু ব্যক্তি-পর্যায়ের প্রকল্প পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্ম দিতেও সক্ষম। বিডিআই এই প্রকৃতির প্রকল্প গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে না।

বাংলাদেশ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে অগণিত কার্যক্রম চালু রয়েছে যেগুলি কখনো জাতীয় কল্যাণ বা জাতীয় উন্নয়নের উপর আদৌ কোন প্রভাব রাখে না। এগুলি অর্থনৈতিক মূলধারার বাইরে বড়জোর প্রান্তিক অবদান রাখতে পারে মাত্র। উল্টোদিকে এগুলি অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর বাংলাদেশেসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এই ধরণের কার্যক্রম কেন চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা টেলিভিশনের পর্দায় অহরহ দেখতে পান, এদেশের কোন না কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র/দুঃস্থ বাচ্চা ও মানুষকে সামনে রেখে আমেরিকাবাসীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করছে। শিল্পোন্নত দেশের হাজারো প্রতিষ্ঠানকে এই ধরণের কাজ লিপ্ত থাকতে দেখা যাবে। টেলিভিশনের পর্দায় দুঃস্থ মানুষের চেহারা দেখে সম্ভবতঃ অনেকেই আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। আমরা উপরের তুচ্ছ অঙ্কের মাধ্যমে দেখেছি এই ধরণের কার্যক্রম জাতীয় কল্যাণের উপর সুস্পষ্ট কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

একাধিক কারণে ব্যক্তি মানুষ বা প্রতিষ্ঠান এসব কাজে লিপ্ত হতে পারে। প্রথম কারণ হচ্ছে সঠিক জ্ঞানের অভাব। কোন জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে সাধিত হয় সে-সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বা সকল প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান না থাকাটাই স্বাভাবিক। স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার ধরণটাই এ রকম। মনে হয় হাজারো স্বেচ্চাসেবী মানুষ ও প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজে নেমে গেলে দেশের সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হয়ে যাবে। অর্থনীতিবিদগণ জানেন, স্বেচ্ছাসেবাধর্মী কাজের সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, কথায় বলে : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছদ্মবেশে 'ইন্টেলিজেন্স', অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ বা গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োজিত থাকতে পারে। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ধর্মীয় কারণে স্বেচ্ছাসেবার কাজে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ রকম অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা জানি। সবশেষে, এনজিও ধাঁচের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেকে 'রহস্যময়' বলে মন্তব্য করেন। এদের কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা বা সুস্পষ্টতার অভাব এবং এদেরকে সরকার বা জনগণের কাছে জবাবদিহিও করতে হয় না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি মূলতঃ দাতা দেশের পূর্ব-নির্মিত উচ্চ মূল্যের পণ্যদ্রব্যের 'কার্যকরী চাহিদা' বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত। আমরা ভবিষ্যতের কোন একটি নিবন্ধে এই বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত আলাপ করার আশা রাখছি।

আসলে স্বেচ্ছাসেবাধর্মী যে-কোন কার্যক্রম অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারার গণ্ডী-বহির্ভূত। মূলধারার অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করার কাজে দয়া-দাক্ষিণ্য বা করুণা দেখানোর অবকাশ নেই, বরং ব্যক্তি মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত আছে। একবার অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে পরের ঘটনাগুলি অনেকাংশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটতে থাকে।